তারিখ 02
পৃষ্ঠা 6 কলাম ২

উপবৃত্তির টাকা গেল কোথায়?

আমার ছেলে মেহেদী হাসান শিশিরসহ আরো অনেক ছাত্রছাত্রী কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলাধীন বড় গোবিন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ফরম ফিলাপের টাকাসহ দুই বছরের উপবৃত্তির টাকা পাওয়ার জন্য অভিভাবকদের মোবাইল নম্বর দিয়ে মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট করে। অনেক মোবাইলে টাকার ম্যাসেজ এসেছে, অনেক মোবাইলে আসেনি। কোনো কোনো অভিভাবক ম্যাসেজ পড়তে পারেন না। কোনো অভিভাবকদের দৃষ্টিশক্তি ভালো নয়। আবার কোনো কোনো অভিভাবক ম্যাসেজের ব্যাপারে সচেতন নন। এইসব কারণে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে অনেক শিক্ষার্থীর উপবৃত্তির টাকা তোলা সম্ভব হয়নি। টাকা মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টেই রয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ কুমিল্লা শহরে ডাচ্-বাংলা বাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ব্যাংক কর্মকর্তাগণ কোনো উত্তর দিতে পারেননি। তাঁরা বলেন—টাকা দেওয়া শেষ, কিছু করার নাই। এ অবস্থায়, চান্দিনার উপবৃত্তি বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের না-পাওয়া টাকা পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মো. রফিকুল আলম
প্রগতি বীজ ভাণ্ডার, চান্দিনা বাজার, কুমিল্লা